ট্রুথ
সেন্টারড
ট্রান্সফরমেশন

মডিউল ২

আল্লাহ্‌র রাজ্য
শিক্ষার্থী সহায়িকা

Reconciled World

অনুশীলনী ২: রাজ্যের মূল্যবোধের ওয়ার্কশিট

মূল্য	*শাস্ত্র*	*আমাদের সংস্কৃতি/ঐতিহ্য*	*আল্লাহ্‌র রাজ্য*
একজন নেতার আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	মথি ২০:২৫-২৮	*লোকেরা নেতাদের সেবা করে বা তাদের হয়ে কাজ করে। নেতারা বলে দেয় লোকদের কি করতে হবে।*	*নেতারা লোকদের সেবা করে*
একজন স্বামী হিসেবে আমাদের কেমন হওয়া প্রয়োজন	কলসীয় ৩:১৯ ১ পিতর ৩:৭ ইফিষীয় ৫:২৫, ২৮, ৩৩		
স্ত্রী হিসেবে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	পয়দায়েশ ২:১৮ ইফিষীয় ৫:২২-২৪, ৩৩		
সন্তানদের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা প্রয়োজন	জবুর ১২৭:৩ ইফিষীয় ৬:৪		
অন্যদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	মথি ২২:৩৬-৪০ লূক ১০:২৫-৩৭		
শত্রুদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন	লূক ৬:২৭-৩১		
কার্যক্ষেত্রে আমাদের আচরণ	কলসীয় ৩:২২-৪:১ ইফিষীয় ৬:৭-৮		
পরিবেশের প্রতি আমাদের আচরণ	জবুর-শরীফ ২৪:১ পয়দায়েশ ১:২৮-৩০ পয়দায়েশ ২:১৫		
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	মথি ৬:২৫-৩৪ মথি ২২:৩৬-৪০		
মৃত্যু এবং মরার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	ইউহোন্না ১১:২৫-২৬ ইবরানি ২:১৪-১৫ প্রকাশিত কালাম ১:১৭-১৮		
দুঃখ বা যন্ত্রনায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	লূক ৬:২২-২৩ ২ করিন্থীয় ১:৮-১১		

অনুশীলনী ৩: কাজের ক্ষেত্রে কিতাবীয় দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেন আমরা যত্ন সহকারে কাজ করি

কাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য কি কি? নিচের পদগুলো পড়ুন এবং এখান থেকে এই অধ্যায় সর্ম্পকে ধারণা লাভ করতে পারেন।

- ১ থিষলনীকীয় ৪:১১-১২
- ১ তিমথীয় ৫:৮
- ইফিষীয় ৪:২৮

ভাই লরেন্স

- যদি এই দশ বছরের মধ্যে আপনার সাথে ভাই লরেন্সের দেখা হতো, তাহলে আপনি তাদের কি উপদেশ দিতেন?
- আপনি কি মনে করেন যে মন্দিরে সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা করার চেয়ে ভাই লরেন্সের রান্নাঘরে কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
- নিচের পদগুলো পড়ুন এবং চিন্তা করুন কীভাবে এগুলো তারা প্রয়োগ সেই অবস্থায় প্রয়োগ করেছে:
    - ১ করিন্থীয় ১০:৩১
    - কলসীয় ৩:২৩

আমরা কীভাবে কাজ করি সেই দিকে আল্লাহ্‌ লক্ষ্য রাখেন

নিচের পদগুলো দেখুন। এই আয়াতগুলো কাজ সর্ম্পকে আমাদের কি শিক্ষা দেয়? এক বাক্যে মূল বিষয়টি বলুন।

- ২ থিষলনীকীয় ৩:১০-১২
- মেসাল ১০:৪
- মেসাল ১৯:১৫
- মেসাল ২১:২৫

আমাদের কীভাবে কাজ করা উচিত সেই বিষয়ে এই আয়াত কি শিক্ষা দেয়?

- কলসীয় ৩:২৩

অনুশীলনী ৪: পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজ্য

প্রেরিত ২:৪২-৪৭ এবং প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ পড়ুন।

১. নতুন বিশ্বসীরা কি করেছিলেন?

২. রূহানিক বা শারিরীক বিষয় কি?

৩. এর ফলাফল কি ছিলো?

৪. প্রাচীন জামাতের লোকেরা যা করেছিলো তা যদি আমরা আমাদের সমাজে করে থাকি তাহলে আমরা কি ফলাফল দেখতে পাবো?

অনুশীলনী ৫: মিসেস লির গল্প

গল্প ১- মিসেস লি এবং ফুলের বাগান

লি যেখানে থাকতেন সেই এলাকায়, একটি দরিদ্র পরিবার ছিলো যাদের ছোট দুটি সন্তান রয়েছে। সেই পরিবারের বাবা এবং মা দুজনেই বেকার ছিলেন। মিসেস লি তাদের দেখার জন্য গেলেন এবং তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন তাদের ঘরের সামনে একটি ছোট জমি রয়েছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন "আপনারা কেন এখানে ফুলের চাষ করছেন না?" তিনি আরও বললেন, "এই বাগানের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের বাড়িকে আরও সুন্দর করতে পারবেন এবং কাছাকাছি দোকানগুলোতে এগুলো বিক্রি করতে পারবেন।"

সেই পরিবারের মা বাগান করা শুরু করলেন এবং ফুটন্ত ফুলগুলো বাজারে বিক্রি করা শুরু করলেন। তিনি খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন যে ক্রেতারা আরও বিভিন্ন ফুলের সন্ধান করছে, কিন্তু তার জমিটি অনেক ছোট এবং সেখানে অন্য ফুল চাষ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি, অন্য বাগানের মালিকদের কাছ থেকে ফুল কেনা শুরু করলেন এবং তার বাগানের ফুলের পাশাপাশি সেই ফুলগুলোও বিক্রি করা শুরু করলেন বেশী লাভের আশায়। এখন তার বাজারে একটি ছোট জায়গা রয়েছে যেখানে সে ফুল বিক্রি করতে পারে, কিন্তু সে মনে মনে চিন্তা করলো, "আমি এই ফুলের পাশাপাশি অন্য কিছুও তো বিক্রি করতে পারি!" তাই তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কলা এবং নারকেল কিনতে বের হলেন যেন তিনি সেগুলো তার দোকানে বিক্রি করতে পারেন।

গল্প ২- মিসেস লি এবং মিষ্টি আলু

একটি পরিবার ছিলো যাদের কোন কাজ পাবার জন্য সাহায্য প্রয়োজন কিন্তু তারা জানতো না তারা কি করবে এবং তাদের কি কি গুণ বা কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে সেই বিষয়ে তারা অবগত ছিলো না। তারা দিন মজুরের মত কাজ করত, কিন্তু প্রায়ই তারা কাজ পেতো না। মিসেস লি দেখলেন এই পরিবারটি সত্যিই কাজ করতে আগ্রহী এবং তারা কাজ করতে চায়, তাই তিনি তাদের জন্য জামাতের অন্য একটি পরিবারের কাছে গেলেন যারা মূলত মিষ্টি আলু চাষ করে। তিনি তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে, মিষ্টি আলু চাষ লাভ জনক কিনা, এটির বাজারদর ভালো কিনা এবং যদি অন্য কেউ এটি চাষ করতে চায় তাহলে তারা দিতে পারবে কিনা।

যখন তিনি জানতে পারলেন এটি একটি ভালো কাজ, তখন তিনি সেই মিষ্টি আলু চাষী পরিবারের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে আল্লাহ্ আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদের পাশে দাড়াঁই। লি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা দরিদ্র পরিবারগুলোকে কীভাবে মিষ্টি আলু চাষ করতে হয় সেই বিষয়ে তারা শিক্ষা দিতে পারবে কিনা। সেই পরিবার রাজী হলো। মিসেস লি দুটি পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দরিদ্র পরিবারটি খুব খুশী হলেন যে তারা অবশেষে কোন একটি কাজ করতে পারবে, এবং তারা খুব দ্রুত একটি জমি ভাড়া নিলেন ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনলেন যা তাদের কাজে লাগবে। বছর শেষে, তারা অনেক লাভ করলো এবং জমির ভাড়া দিতে পারলো, বীজের টাকা দিতে পারলো এবং তারপরও তাদের পরিবারের জন্য লাভের কিছু টাকা থেকে গেলো।

গল্প ৩- মিসেস লি এবং পরিবারের পূনর্মিলন

তৃতীয় যে পরিবারটিকে মিসেস লি সাহায্য করেছেন তারা অনেক বছর যাবৎ তাদের বাবা-মায়ের কাছে থেকে আলাদা থেকেছে। তাদের বাবা মা মনে করতেন যে তাদের ছেলে ও তার পরিবার অক্ষম এবং তারা কোন সাহায্য করতে পারবে না। মিসেস লি দুই পরিবারের সাথে দেখা করলেন এবং তাদের মিলিত করার চেষ্টা করলেন। মিসেস লি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি এই পরিবারের সাথে নিয়মিত সাক্ষাত করবেন এবং পিতামাতা যদি ছেলের পরিবারকে স্বীকার করতে এবং তাদের কিছুটা সাহায্য করতে রাজি হন তবে তাদের জীবন উন্নতি করার জন্য লি কিছুটা সাহায্য করবেন। ফলস্বরূপ, পিতামাতারা তাদের ছেলের উপর আবার ভরসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাকে কিছু টাকা ধার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে সে পুরানো লোহার জিনিসের ব্যবসা শুরু করতে পারে। এখন সে পুরানো লোহার জিনিস কেনে এবং সেগুলো সে পূর্নব্যবহারযোগ্য করার জন্য দোকানে বিক্রি করে। এখন সে তার পরিবারকে সাহায্য করতে পারে এবং নিজের মর্যাদা বুঝতে পারে।

মিসেস লির গল্প থেকে আলোচনামূলক প্রশ্ন

১. মিসেস লি প্রতিটি পরিবারের জন্য কি করেছিলেন?

২. মিসেস লির কাজের ফলাফল কি ছিলো?

৩. মিসেস লি যদি এই প্রত্যেককে কেবল অর্থ বা খাবার দিতেন তবে কি হত?

৪. যদি মিসেস লি দুই বছর যাবৎ প্রতি সপ্তাহে তাদের টাকা দিতেন এবং একসময় বন্ধ করে দিতেন, তাহলে আপনার কি মনে হয় তারা ঠিক এমনভাবে তাদের জীবনে উন্নতি করতে পারত?

৫. মিসেস লি যেভাবে সাহায্য করেছেন এভাবে সাহায্য করা এবং টাকা দিয়ে সাহায্য করার মধ্যে পার্থক্য কি?

৬. একবার কল্পনা করে দেখুন যদি আমাদের মধ্যে অনেকে মিসেস লির মতো হতো- পরিবার গুলোতে যেত এবং তাদের কথা শুনতো, তাদের সমস্যাগুলো বোঝার এবং জানার চেষ্টা করতো, এবং এর সমাধান খোজাঁর চেষ্টা করতো। তাহলে এর ফলে আপনার সমাজে কী প্রভাব পড়বে?

একটি দরিদ্র পরিবার

একবার চিন্তা করুন আপনার জামাতের কাছে একটি পরিবার বাস করে। সেই পরিবারের কর্তা সেখানে থাকে না, কিন্তু প্রতি মাসে বা দুই মাসের মধ্যে কিছু দিনের জন্য এসে পরিবারকে টাকা দিয়ে যায়। সেই পরিবারের কর্ত্রী তাদের তিন ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে এবং তাদের মধ্যে কেউই স্কুলে যায় না। বরং, এই ছেলেমেয়েগুলো খালি পায়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের গায়ের কাপড়গুলো অনেক নোংরা ও পুরোনো। তাদের ঘরটি একবারে থাকার উপযুক্ত নয় এবং প্রতিবছর বৃষ্টিতে তাদের ঘরে পানি চুইঁয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের কান্না শোনা যায় কারণ তারা ক্ষুধার্ত।

- এই পরিবারের প্রয়োজন গুলো কি কি?

- মিসেস লির মত আপনি কীভাবে এই পরিবারকে সাহায্য করতে পারেন?

অনুশীলনী ৫: একটি পরিবারের প্রভাব

একটি ঈসায়ী পরিবার পরিবর্তন আনতে পারে

একটি ঈসায়ী পরিবার কীভাবে একটি বিধর্মী গ্রামে আল্লাহ্‌র রাজ্য তৈরীতে সাহায্য করেছিলো সেই বিষয়ে এই গল্প। গ্রামটি হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত। গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিলো চা বাগান। এটি গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেস কর্মসংস্থানের জায়গা। যাইহোক, মজুরি এত কম ছিল যে লোকেরা একটি চাকরী করর সত্ত্বেও বেচেঁ থাকার জন্য লড়াই করছিলো।

গ্রামটি পচিশঁ বার ভেঙ্গে গিয়েছিলো, এর নির্মাণ কাঠামো খুবই দুর্বল, টিনের ছাদযুক্ত কাঠের ঘর দ্বারা গঠিত। গ্রামে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কোন ল্যাট্রিন ছিল না। কারণ পাহাড়টি এত উচুঁতে ছিল, যে সেখানে শীত ছিল; আর, শিশুরা খালি পায়ে ঘুরে বেড়াত এবং তাদের পেট ফোলা ছিল।

প্রত্যেকটি ঘর খুব অল্প পরিমাণ জমির উপর দাড়িয়ে ছিল। রান্না করা কোন জায়গা না থাকার কারণে খোলা জায়গায় তিনটি পাথরের উপর পাত্র রেখে রান্না করতে হতো। সেখানে কিছু মুরগী ছিল যেগুলো ঘরে ঢুকতো আর বেড় হতো, এবং পুরো জায়গাটি খুবই নোংরা ছিলো।

কাছের স্কুলটি দুই কিলোমিটার দুরে। ছেলেমেয়েদের জন্য হেটেঁ যাওয়ার ক্ষেত্রে দুরত্বটি অনেক বেশী, এবং বাড়িতেও তাদের অনেক কাজ করতে হয়। এই জন্য, অনেক ছেলেমেয়ে তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। অনেক প্রাপ্তবয়স্করা আছেন যারা লিখতে বা পড়তে জানেন না। এই কারণে, গ্রামের বেশ কিছু উচ্চপদস্থ মানুষ আছেন যারা এই অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করছিলেন।

এখানে বাগান খুব কম ছিল কারণ নিকটস্থ জলাশয় সেখান থেকে দুই কিলোমিটার দুরে ছিলো। নিজেদের খাবার পানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পানি আনা খুবই কষ্টের ছিল, এবং একার পক্ষে বাগানে পানি দেয়াও সম্ভব নয়। একবার এই জলাশয়ের কাছে পাইপলাইন বসানো হয়েছিলো, কিন্তু একসময় সেটি নষ্ট হয়ে যায়, এবং গ্রামের লোকেরা সেটা ঠিক করার ব্যবস্থা নেয়নি।

সেখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হতো না আর যখন বৃষ্টির সময় হতো সেই সময়ে তারা তাদের প্রধান ফসল অর্থাৎ ধান চাষ করতো। শাকসবজী চাষ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা সময় তাদের ছিলো না। যদি তারা ভাগ্যবান হয়, পরবর্তী ফসল না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপন্ন করত।

সেখানকার লোকেরা হিন্দু ছিল, এই কারণে তারা অনেক দেবতার আরাধনা করতো। তাদের প্রায় দশলক্ষের মত দেব-দেবী রয়েছে, এবং হিন্দুরা তাদের উপাসনা করবে। সেই গ্রামে দেব-দেবীদের ছোট ছোট বেশ কিছু মূর্তি ছিল। প্রতিবার যখন তারা খেতে বসতো, সবসময় তারা কিছু খাবার মাটিতে ফেলে দিতো বিচরণ করা আত্মার জন্য।

সেখানে পরাজায়ের এবং হতাশার অনুভূতি ছিল। তাদের একমাত্র আশা ছিল যে পরবর্তী জীবনে সম্ভবত তারা আরও উন্নত পরিস্থিতিতে পূর্নজাত হবে। তবে তাদের এমনও সুযোগ রয়েছে যে, তারা যদি দেবতাদের অসন্তুষ্ট করে তবে তারা ইদুঁর বা কুকুরের হয়ে পুর্নজন্ম লাভ করতে পারে। তারা প্রত্যেকে আটকা পরে গিয়েছে, কোনও উপায় তাদের নেই এবং নিজেদের উন্নতি করবার রাস্তা তাদের জানা নেই।

লেপচা একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন যিনি সেই অঞ্চলে থাকতে গিয়েছিলেন। তিনি এক মাসের কোর্সে অন্যের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করার প্রাথমিক বিষয়গুলির উপরে শিক্ষার্জন করছিলেন। কোর্সটি শেষ করার পর, তিনি তার পরিবারের সাথে গ্রামে চলে আসেন যাতে তারা যা শিখেছে সেগুলো প্রতিবেশীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। তাদের পরিষ্কার উঠানের সাথে একটি রান্নাঘর আছে ও তাতে রান্নার চুলা আছে যেখানে কম কাঠ ব্যবহার করে রান্না করা যায়। সেই সাথে তাদের মুরগী রাখার জন্য ছোট একটি খাচাঁ ছিল। তারা সেখানে একটি ছোট সবজীর বাগান করেছিলো যা তাদের সন্তানদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। ঘরের বাইরে তাদের একটি ল্যাট্রিন বা শৌচাগার ছিল, এবং এই কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের কৃমি বা ডায়রিয়ার মত সমস্যা ছিলো না যা গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল।

লেপচা তার ঘরের টিনের ছাদে খাজঁ বা পাইপ ব্যবহার করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে যাতে বৃষ্টি হলে এই পাইপ দিয়ে পানি নীচে একটি বড় পাত্রে গিয়ে জড়ো হয়। অন্যেরা তার এই ধারণাটি দেখে নিজেদের বাড়িতে প্রয়োগ করে যার ফলে বৃষ্টির সময়ে তারা পানি ধরে রাখতে পারে।

এরপর লেপচা গ্রামের লোকদের নিয়ে গ্রামে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য একত্রে কাজ করেছিলেন এবং গ্রামবাসীদের ঘরে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে, এমনকি তাদের সবজীর ছোট বাগানগুলোতে পানি দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। অনেকে মুরগীর জন্য ঘর বানিয়েছে এবং সেই সাথে শৌচাগার তৈরী করেছে যা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় না বা যা থেকে বিষাক্ত মাছি উড়ে না।

যখন লেপচার পরিবার সেখানে পৌছাঁলেন, সেখানে যে সকল বৃদ্ধ এবং ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে চায় তাদের শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন। তারা সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে লেখাপড়ার পর্ব শুরু করলেন। এখন, সেই গ্রামে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি নিজস্ব স্কুল রয়েছে।

সেই সাথে এখন সেখানে একটি ছোট জামাত তৈরী করা হচ্ছে কারণ সেখানে পচিঁশটি পরিবারের মধ্যে তেইশটি পরিবারের ঈসার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গঠিত হয়েছে। আর এই সকল সম্ভব হয়েছে কারণ একটি পরিবার সকল পরিবারের কাছে গিয়ে ঈসার কালাম তবলিক করেছে এবং তাঁর কাজ সকল বর্ণনা করেছে।

লোকদের মধ্যে একটি অর্জনের অনুভূতি বিরাজ করছে এবং তারা দেখতে পেয়েছে যে তারা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে কারণ একটি পরিবার এসে তাদের নিজেদের জীবন তাদের সকলের সাথে ভাগ করেছে ও সকলের যত্ন নিয়েছে।

উত্তর ভারত এবং পূর্ব নেপালের গ্রামমুলিতে সময়ে সময়ে এই গল্প বলা হচ্ছে। বর্তমানে এই একই ঘটনা আরও ১২০ টি গ্রামে ঘটেছে। মানুষের জীবন বাহ্যিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তবে গ্রামগুলিতেও রূহানিক পরিবর্তন শুরু করা হচ্ছে এবং এই ১০৭টি গৃহ মোনাজাত (হোম ফেলোশীপ) শুরু হয়েছে যার মধ্যে বৃহত্তম বারো সদস্যের সংখ্যা ২০০ জন।

- এই সম্প্রদায়ের জন্য লেপচা কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন? গল্পটি আবার দেখুন এবং সামাজিক, আত্মিক, মানসিক এবং শারিরীক কি কি পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন তার তালিকা তৈরী করুন।

- কীভাবে তিনি এই পরির্বতন এনেছিলেন? কার মাধ্যমে তিনি এটি শুরু করেছিলেন?

- লেপচার জন্য কীভাবে সম্প্রদায় আলাদা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে?

- কীভাবে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ে এক এক জন লেপচা হতে পারি?

অনুশীলনী ৬: আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান

১ বাদশাহ্‌নামা ৩:৭-১৪ আয়াত পড়ুন।

- শলোমন কিসের জন্য মোনাজাত করেছিলেন?

- এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো?

ইয়াকুব ১:৫ আয়াত পড়ুন।

- ইয়াকুব আমাদের কি যাঞ্চা করতে বলেছেন?

- ইয়াকুবের মতে আল্লাহ্ কীভাবে এখানে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখাবেন?

জবুর-শরীফ ৮১:১১-১৬ আয়াত পড়ুন।

- ইস্রায়েলের লোকেরা কী করতে ব্যর্থ হয়েছিলো?

- যদি তারা শুনতেন তাহলে আল্লাহ্ কি করতেন?

ইশাইয়া ৫৫:৮-৯ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ কীভাবে নিজ পথ এবং পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছেন?

এই সকল আয়াত থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?

অনুশীলনী ৬: আল্লাহ্‌র গুণাবলীর কিতাবের গল্প

দায়ূদ এবং গলিয়াত

পলেষ্টীয় এবং ইস্রায়েল জাতি তারা যুদ্ধ করছিল। পলেষ্টীয়রা একজন বৃহৎ লোককে পাঠিয়েছিলো যার নাম গলিয়াত এবং তারা ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিল এমন কাউকে পাঠাতে যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি সেই লোক গলিয়াতের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়, তাহলে পলেষ্টীয়ারা ইস্রায়েল দেশ থেকে পলায়ন করবে। আর যদি গলিয়াত জয়ী হয়, তাহলে ইস্রায়েল জাতি হেরে যাবে এবং তারা পলেষ্টীয়দের দাস হয়ে থাকবে। দায়ূদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য খুবই ছোট, কিন্তু যখন সে শুনলো গলিয়াত তার জাতির উদ্দেশ্যে বাজে কথা বলছে তখন সে যুদ্ধের ময়দানে গেল।

১ শামূয়েল ১৭:৩২-৪৯ আয়াত পড়ুন।

- দায়ূদ কি করেছিলেন?
- কেন দায়ূদ এই কাজ করেছিলেন?
- এর ফলাফল কি হয়েছিল?
- দায়ূদ যদি যুদ্ধে না যেত তাহলে কি এমন ফলাফল হতো?

বিধবা এবং ইলীশায়

২ বাদশাহ্‌নামা ৪:১-৭ আয়াত পড়ুন।

- বিধবার পরিস্থিতি কেমন ছিল?
- সে কি করেছিল?
- আল্লাহ্‌ কি করেছিলেন?
- ফলাফল কি ছিল?

যিরীহো

ইউসা ৬:১-৫, ১২-১৪, ১৫-১৭, ২০ আয়াত পড়ুন।

- আল্লাহ্ তাদের কী করতে দেখিয়েছিলেন?

- তারা কী করেছিলো?

- এর ফলাফল কী ছিলো?

নামান

এটি নামানের গল্প। তিনি সিরিয় দেশের সেনাপতি ছিলেন- একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। যাইহোক, তার হঠাৎ করে কুষ্ঠরোগ হয় এবং তিনি জানতে পারলেন ইস্রায়েল দেশে একজন ভাববাদী আছেন যিনি তাকে সুস্থ করতে পারেন। আর তাই তিনি ইলীশায় ভাববাদীর সাথে দেখা করতে গেলেন।

২ বাদশাহ্নামা ৫:৯-১৪ আয়াত পড়ুন।

- ইলীশায় তাকে কি করতে বললেন?

- নামানের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো?

- যখন নামান বাধ্য হলেন তখন কি হলো?

অনুশীলনী ৮: ভালোবাসার পদক্ষেপের পরিকল্পনা

১ ধাপ: মোনাজাত

প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো মোনাজাত। মোনাজাতের জন্য সময় নিন। কীভাবে আপনি ভালোবাসায় পদক্ষেপ নিতে পারেন সেজন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য জন্য মোনাজাত করুন। মনে রাখবেন যেন আপনি আল্লাহ্‌র রব শোনার জন্য কিছুসময় নীরবে কাটাতে পারেন।

২ ধাপ: কোন একটি কাজ বেছে নিন।

দলগতভাবে, ভালোবাসার ভালোবাসা প্রকাশ বা পদক্ষেপের জন্য কী করবেন সেটা সিদ্ধান্ত নিন। আল্লাহ্‌ কী আপনাদের কোন ধারণা দিয়েছেন? যদি কারো কাছে কোন ধারণা থাকে যার মাধ্যমে ভালোবাসার পদক্ষেপ বা প্রকাশ করা যায় তাহলে সেটা সকলের সাথে আলোচনা করতে বলুন। এছাড়াও ৫ম অধ্যায়ে: আল্লাহ্‌ জামাতকে সাহায্য করতে চান এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে: কোন কোন প্রয়োজনে আমরা সাহায্য করতে পারি- আপনি যে তালিকা করেছিলেন সেটাও দেখতে পারেন। একসাথে, একমত হয়ে বোঝার চেষ্টা করুন কি বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌ আপনাদের পরিচালনা দিতে চান।

যখন আপনাদের বিষয় চূড়ান্ত করা হয়ে যাবে, খেয়াল রাখবেন যেন সেটা আপনারা একদিনে করে শেষ করতে পারেন। কোন কোন দল অনেক বড় কিছু করার চিন্তা করতে পারে। স্থানীয় জিনিস, আরও জনবল ব্যবহার করে আপনারা একদিনে কি করতে পারেন সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।

- এই কাজের মাধ্যমে কি ভালোবাসা প্রকাশ পায়?
- এটি কি ছোট এবং সাধারণ?
- এই কাজ কি আশেপাশে পাওয়া যায় এমন সব বিষয় দিয়ে সম্পন্ন করা যায়?
- এখানে অনেক লোককে নিয়ে কাজ করা যাবে?

৩ ধাপ: একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। যদি সম্ভব হয় কেউ একজন উত্তরগুলো লিখে রাখবে তাহলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

- আপনি কি করতে যাচ্ছেন?
- আপনার কি কি সাহায্য বা কি জিনিসের প্রয়োজন? আপনি কোথায় এই সকল জিনিস বা বিষয় পাবেন? কে এগুলো নিবে বা নিয়ে আসবে?
- কে বা কারা সাহায্য করবে?
- কারা সাহায্য করতে পারবে? কে অন্যদেরকে স্বাগত জানাবে/
- আপনারা কোন দিনে এই কাজটি করবেন/

৪ ধাপ: মোনাজাত

আপনাদের পরিকল্পনা লেখার পর, আবার মোনাজাত করার জন্য কিছু সময় নিন। এই কাজে সাহায্য করার জন্য এবং যেন এর মাধ্যমে ফলাফল আসে সেই বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করুন। মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ্‌র নাম গৌরবান্বিত হয়। আগামী সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পর, যখন আপনি আপনার প্রজেক্টের জন্য কাজ করবেন, তখন আপনাকে অবশ্যই মোনাজাত করতে হবে যেন আল্লাহ্‌ আপনার কাজে সাহায্য করেন।

৫ ধাপ: প্রজেক্টটি শেষ করুন

এর পরের ধাপ হলো প্রজেক্টটি সম্পন্ন করা। মোনাজাতের মাধ্যমে দিনটি শুরু করুন এবং সমস্ত কিছুর ভার আল্লাহ্‌র উপরে দিন। মনে রাখবেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা তাবলিকের কাজ করছেন। এই লক্ষ্যের সাথে মেলে এমন মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

৭ ধাপ: মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট

সর্বশেষ ধাপ হলো রিপোর্ট এবং মূল্যায়ন করা। কেন আমাদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন? কারণ এটি আমাদের শিখতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো কোথায় আমরা ভালো করেছি এবং কোথায় আমাদের আরও ভালো করা প্রয়োজন। এটি অনেক লম্বা সময়ের কিছু না; আপনি কিছু সময়ের জন্য নিচের প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলো খুজেঁ বের করতে পারবেন:

- কোন বিষয়টি ভালো ছিল?
- কোন বিষয়টি ভালো ছিল না?

- আমরা আমাদের পরিকল্পনায় আর কোথায় উন্নতি করতে পারি?
- প্রতিক্রিয়া কি আপনার ইচ্ছামত ছিলো? যদি না হয়, তবে কেনো?
- আল্লাহ্ কি মহিমান্বিত হয়েছেন?